ঈশ্বরের দান

বহুকাল আগে, সম্ভবত ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে, পরিচালকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইএমএক্স এর বোর্ড অফ গভর্নরস বোর্ডের একজন অধ্যাপক সদস্যের পরামর্শে পিজিপি অধিগ্রহন ১২০ থেকে ১৮০-এ বাড়ানোর জন্য সম্মত হয়েছিল। প্রয়োজনীয় ভৌত পরিকাঠামো ত্বরান্বিত করে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে সংখ্যা টি ১৮০-তে উন্নীত করা হয়েছিল।

তবে, কৌশলগত ব্যবস্থাপনার মতো নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রেও অধ্যাপক দের সমস্যা ছিল। দ্বিতীয় বর্ষে দুটি বাধ্যতামূলক কোর্স ছিল, কৌশল প্রণয়ন এবং কৌশল বাস্তবায়ন এবং দুজন অধ্যাপক সদস্য ছিলেন অধ্যাপক পাঠক এবং অধ্যাপক বসু। অধ্যাপক পাঠকের প্রাসঙ্গিক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ছিল। অধ্যাপক বসুর এই ক্ষেত্রে কোনও আনুষ্ঠানিক যোগ্যতা ছিল না, তবে একটি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা থাকার কারণে এই ক্ষেত্রে আগ্রহ গড়ে উঠেছিল। আশ্চর্যজনকভাবে পরিচালক অধ্যাপক বোসকে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাস থেকে দুই বছরের ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অনেক অধ্যাপক সদস্য ২-৩ এর বেশি কোর্স-সেকশন পড়ান না, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখে তিনি জুলাই-সেপ্টম্বরের ১৯৯৭ সালে পিজিপির উভয় বিভাগ পড়াতে রাজি হন, যদিও বেশিরভাগের মতো তিনি এমডিপি/এফডিপি, গবেষণা ইত্যাদিতে নিযুক্ত ছিলেন। গবেষণা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা (যা বার বার বোর্ড অফ গভর্নরস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল) ফলে তিনি নতুন বৈকল্পিক কোর্স চালু করতে অক্ষম হয়েছিলেন।

পরের বছর সমস্যাটি আরও বেড়ে যায় যখন পিজিপি গ্রহণের পরিমাণ ১৮০-তে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিটি কোর্সের তিনটি বিভাগে পরিণত হয়। অধ্যাপক পাঠক একা ছিলেন। ঠিক তখনই তিনি

পরিচালকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রথম ডিন (একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স) হিসাবেও নিযুক্ত হন, কারণ বোর্ড কমিটি দ্বারা তাঁকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। ৩০ বছরের ইতিহাসে সমগ্র আই. আই. এম ব্যবস্থায় কেউই দুই মেয়াদে ছ'টি কোর্স পড়াননি। পরিচালকের দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত বিভ্রান্তি নিয়ে ডিনের (এ. এ) নতুন অফিস স্থাপন করাও একটি কঠিন কাজ ছিল।

তিনি অতিথি শিক্ষক বা বহিরাগত শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তবে, এল. বি. এস-এর একটি অধ্যাপক অর্ধেক কোর্স পড়াতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু সেটা যথেষ্ট ছিল না। পরপর দুটি মেয়াদে তিনটি বিভাগের মূল্যায়ন সময়মতো শেষ করা কঠিন ছিল। ডঃ পাঠক তাই দুটি কোর্সকে দেড়টি কোর্স(৪৫ ঘন্টা) একীভূত করে নতুন করে পরিকল্পনা করেছিলেন (৪৫ ঘণ্টা,৬০ ঘন্টার 2টি কোর্সের পরিবর্তে,)তাতে প্রকল্প উপস্থাপনা/সমাপ্তি অধিবেশনের জন্য ৯ ঘন্টার মতো সময় সাশ্রয় হয় (যেহেতু প্রতিটি ক্লাসে একটি করে প্রকল্প এবং একটি করে সমাপ্তি অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল)। অন্যান্য বৈকল্পিক কোর্স পরিবর্তন ও রূপান্তর পরিচালনার উপর স্থানান্তর করার জন্য তিনি দুটি বিষয়ও অপসারণ করে ফেলেন। সাকুল্যে অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি এক মেয়াদে তাঁর মোট ৪টি কোর্সের ভার নেওয়ার কথা ছিল।

অধ্যাপক পরিষদের অনুমোদন পাওয়া সহজ ছিল না যেখানে কিছু সোচ্চার অধ্যাপক সদস্য ৬০ ঘন্টার দুটি কোর্স থেকে ৪৫ ঘন্টার একটি কোর্সে কমিয়ে দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের একাধিক কোর্স না থাকার যুক্তিতেও কারুর মতামতের বদল হোলো না। একজন অধ্যাপক দ্বারা ছয়টি কোর্স পড়ানোর অক্ষমতাও সমর্থন পায়নি, কারণ কিছু অধ্যাপক সদস্য যারা নিজেরাই ৩-৪ টির বেশি কোর্স করান না, তারা অনঢ় ছিলেন এই বিষয়ে যে কোনও অধ্যাপক সদসস্য কে সুবিধা দেওয়ার জন্য যাতে কোর্সটি একীভূত করা না হয়। অবশেষে, অধ্যাপক পাঠক অধ্যাপক পরিষদকে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি যদি অসুস্থ

হয়ে পড়েন বা মারা যান তবে প্রতিষ্ঠান কীভাবে কোর্সগুলি পরিচালনা করবে? এর কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি এবং কোর্সটি একীভূত করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল।

দেড় মাস পর, ফ্রান্সের মার্সেইতে ডব্লিউএসিআরএ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁর একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করার কথা ছিল, যা সেই দিনগুলিতে বিরল ছিল। এই ধরনের পরিদর্শনের জন্য বোর্ডের অনুমতি প্রয়োজন ছিল। পাঁচ বছর আগে অধ্যাপক পাঠকের শেষ সফরের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কোনও শিক্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যাচ্ছেন। এর পরপরই এস. এম কোর্স শুরু হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু সৌভাগ্যবশত ১৯৯৮ সালের ২৫শে জুন তিনি একটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। বিয়ে উপলক্ষে পরিবারের সদস্য বহনকারী মিনি বাসটি হাইওয়েতে উল্টে যায়। তাঁর মতে, "আমি খুব কাছ থেকে মৃত্যু দেখেছি।" সৌভাগ্যবশত পুলিশের একটি ভ্যান সেটি দেখে এবং দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাঃ পাঠক সহ পনেরো জনের মধ্যে বারো জন গুরুতরভাবে আহত হন। বাঁ হাতের আঙুল ভেঙে যায় এবং ডান হাতের স্ক্যাপুলায় ফাটল দেখা দেয়। ফেরার জন্য কোনও সংরক্ষণ ছিল না এবং সড়ক যাত্রার জন্য শারীরিক অবস্থা যথেষ্ট ভাল ছিল না। "আমি উদ্বিগ্ন এবং বিধ্বস্ত বোধ করছিলাম, ঈশ্বরের পরিকল্পনাগুলি সেদিন কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম।"

এক সপ্তাহ পরে তিনি তাঁর নিজের শহরে যেতে পেরেছিলেন এবং অর্থোপেডিক শল্যচিকিৎসকের সাথে দেখা করেন, যিনি বলেছিলেন যে এটির জন্য প্লাস্টার সম্ভব নয় তবে কনুইয়ের অবলম্বন হিসাবে ঝুলন্ত ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আরোগ্যে সময় লাগতে পারে।

সেই অবস্থায় দু 'দিন পরে অধ্যাপক পাঠক যখন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি তাঁর কনফারেন্সে যেতে পারেন কিনা, তখন ডাক্তার বিস্মিত হন। কিছুক্ষণ পর তিনি নিজেকে সংযত

করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে অধ্যাপক পাঠক কিভাবে যাবেন এবং গেলে তিনি ভিড়ের সংস্পর্শে আসবেন কিনা, যার উত্তরে অধ্যাপক পাঠক সংশয় প্রকাশ করেন। অধ্যাপক পাঠক বুঝতে পেরেছিলেন যে যদিও তাঁর হাত ভার তুলতে অক্ষম, কিন্তু তিনি হাঁটতে পারেন এবং দুটি আঘাত ছাড়া তিনি মোটামুটি ঠিকই আছেন। বাজারে গিয়ে সামান্য বড় একটি ব্যাগ কিনএন তিনি। তিনি আরও বুঝতে পেরেছিলেন যে দুটি আঘাতের জায়গা আলাদা। তারপর তিনি যথাসম্ভব চওড়া হাতাওয়ালা শার্ট বেছে নেন এবং বাম হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী আঙুল দিয়ে তা পরার চেষ্টা করেন। স্ক্যাপুলায় ফাটল থাকলেও কনুই ঠিক ছিল বলে ধীরে ধীরে তিনি বাঁ হাতাও পরতে পারলেন। তিনি ধীরে ধীরে ব্যাগে অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ডান হাত দিয়ে ব্যাগের ফিতাটি তুলে বাম কাঁধে রাখলেন। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাস, তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

ডাক্তার অনুমতি দিলেন। অধ্যাপক পাঠকের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা ছিল যে লখনউ থেকে মার্সেই পথে অনেক লোক তাঁকে সাহায্য করার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি সফলভাবে তাঁর যাত্রা শেষ করেন, রূপান্তর মামলার জন্য প্রশংসা পান এবং ফিরে আসেন, ফেরার পথে তাঁর চশমাও হারিয়ে ফেলেন।

লখনউ পৌঁছে তিনি ডান হাতে লিখতে পারতেন না এমনকি চশমা হারিয়ে যাওয়ার ফলে পড়তেও পারতেন না।

কিভাবে ক্লাস করাবেন? তার কোনও চশমা ছিল না, ক্লাসের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন? "সৌভাগ্যবশত আমার ঘটনার বিবরণী বিষয়ক বইটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রথম কয়েকটি অধিবেশনে হয় বই থেকে ঘটনার বিবরণী গুলি পড়িয়েছি বা অন্য বিষয় যেগুলি আমি দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে পড়িয়েছি। কিন্তু কিভাবে ক্লাস নেব। আমার ডান হাত কোমরের উপরে উঠতে পারছিল না। আমি বাম হাত চেষ্টা করেছি, কিন্তু এটি কাজ করে না। পরের দিন আমি

বাম হাতের সাহায্যে ডান হাতের কব্জি তুলে বোর্ডের নিচ থেকে লিখতে শুরু করি। তারপর আরেকটু উপরে তোলার চেষ্টা করলাম। প্রতিদিন আমি একটু বেশি তোলার চেষ্টা করতাম এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে আমি বোর্ডের শীর্ষেও লিখতে সক্ষম হলাম। কোর্সের বাকি অংশ সহজেই শেষ করা যেত এবং এমনকি ডিনের কাজের চাপ এবং পরিচালকের কাজের চাপের কিছু অংশ (যার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং একদিনের জন্যও বাড়ানো হয়নি) করে দেওয়া যেত। ডাক্তার বলেছিলেন যে আমি যদি ক্লাস পরিচালনা করার জন্য সাহস না পেতাম তবে আমার আরোগ্যে অনেক বেশি সময় লাগত।

ঈশ্বর আমাদের দেহকে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহার করার জন্য যে-নমনীয়তা জুগিয়েছেন, তা আমি আবিষ্কার করেছিলাম। ঈশ্বর আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন, কিন্তু আমরা তা উপলব্ধি করি না। যদি তিন মাসের এক মেয়াদে চারটি কোর্স শেষ করা হয়, তাহলে কেন অধ্যাপক সদস্যরা ন্যূনতমত ১২০ ঘন্টা শিক্ষাদানের নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন? তারা কি বুঝতে পেরেছিল যে, ঈশ্বর তাদের এক বছরে মাত্র ৬টির পরিবর্তে কমপক্ষে ১৬টি কোর্সের কাজের ভার নেওয়ার মতো ক্ষমতা উপহার দিয়েছেন? তাদের এই ধরণের মানসিকতা আমাদের যতটা সম্ভব সমাজের সেবা করা থেকে বিরত রাখে ", তিনি উপসংহারে বলেন।

অধ্যাপক পাঠক আনন্দিত হন যখন আঠারো বছর পর, অবসর গ্রহণের পর, তিনি জানতে পারেন যে সরকারী রেকর্ড অনুযায়ী তিনি শুধুমাত্র একটি কোর্স পড়িয়েছেন।